১৩।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...APR. 2 5. 1999 .. ..
পৃঃ ১ কলাম ১

এটি হবে সংস্কৃতি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ভার্সিটি

ময়মনসিংহে ভিন্ন ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে

হাসান হাফিজ

বেসরকারী উদ্যোগে ময়মনসিংহে ভিন্ন ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষেই এটি ডিগ্রী কলেজ হিসাবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে ১০ একর জমি। এর নাম 'কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও নিকেতন'। এটির অবস্থান ত্রিশাল থানার বটতলায়।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শৈশবস্মৃতি জড়ানো নামাপাড়া গ্রামের বটতলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ঢাকা থেকে এই ক্যাম্পাসের দূরত্ব ৯৫ কিলোমিটার এবং ময়মনসিংহ শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার। এই উদ্যোগ নিয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারের কাছ থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৬১৭ একর জমি পাওয়ার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ রাশেদ মোশাররফ নিজেই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সূত্র আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ সামাদ সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। আগামী ডিসেম্বরে তাঁর অবসর নেয়ার কথা। সরকারী চাকরির মেয়াদ শেষে তিনি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক নন বলে ইতোমধ্যেই সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ডঃ সামাদের জন্ম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায়। বর্তমানে এ প্রকল্পের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সূত্র জানায়, তাঁর বাড়ি যশোর, কিন্তু তিনি বিয়ে করেছেন ময়মনসিংহে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে সময় লাগবে পাঁচ থেকে সাত বছর। এতে জাতীয় লোক সংস্কৃতি, নজরুল সঙ্গীত, বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এতে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করবার সুযোগ পাবে।

জুলাই মাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও নিকেতন বাস্তবায়ন সেলের প্রধান সমন্বয়কারী প্রকৌশলী রাশেদুল হাসান শেলী জনকণ্ঠকে জানান, প্রথম পর্যায়ে কবি নজরুল ডিগ্রী কলেজ হিসাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আগামী জুলাই মাসে। এই শিক্ষা বর্ষে তিনটি বিভাগে ২৫০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিভাগ তিনটি হচ্ছে বাংলা, ইংরেজী ও কম্পিউটার সায়েন্স।

তিনি জানান, ১০ একর জমি কিনতে লেগেছে ১০ লাখ টাকা। বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। চাঁদা ও অনুদানে তহবিল গড়ে তোলা হচ্ছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে নজরুল স্মৃতি বিজড়িত বটতলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই বটতলার পিছনে বিচ্যুতিয়া বেপারীর বাড়িতে নজরুল থাকতেন। এই বাড়ি থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন দরিরামপুর স্কুলে। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এই বটতলায় বসে নজরুল বাঁশি বাজাতেন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানটির পাশে রয়েছে দুখু মিয়া হাই স্কুল ও নজরুল বিদ্যাপীঠ। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ রাশেদ মোশাররফ এবং সদস্য সচিব হচ্ছেন অধ্যক্ষ হামিদা আলী। ত্রিশালে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে গত '৯৬ সালের ৯ ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাষ্ট্রপতি তাদেরকে গতানুগতিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে প্রস্তাবিত 'কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও নিকেতন' কে সংস্কৃতি বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির পরামর্শক্রমে একটি বিশেষ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এখন এগিয়ে চলেছে।